بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৪ জুন ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ

"খলীফা পদটি আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের। তিনি কখনো দেশ পরিচালনা করবেন না।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৯ জুন ২০২২, অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ ব্রিসবেনে অবস্থিত মুবারক মসজিদ থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন যদি কোনো দেশে আহমদী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন তাহলে যুগ খলীফা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা।

উত্তর প্রদান করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খলীফা পদটি আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের। তিনি কখনো দেশ পরিচালনা করবেন না। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, 'দেশ পরিচালনা করে আমি কী করবো? আমার দেশতো সবার চেয়ে ভিন্ন। এই মুকুট দিয়ে আমি কী করবো? আমার মুকুট হলো প্রাণপ্রিয় খোদার সন্তুষ্টি অর্জন।' যুগ খলীফার দায়িত্ব হলো আধ্যাত্মিক সংশোধন সাধন করা। যদি একটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদী মুসলমান হয় ও খলীফাকে রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তাহলে পরবর্তীতে অপর একটি দেশেও আহমদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কী হবে? দ্বিতীয় দেশ তখন বলবে যে, 'আমরা ঐ দেশের সঙ্গে দ্বিমত

পোষণ করতে পারিনা কারণ আমরা খলীফার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি।' এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং আরো দেশে আহমদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে থাকবে। সুতরাং, এই রাজনৈতিক ও সরকার পরিচালনার ব্যবস্থাপনা স্বাধীনভাবে চলমান থাকবে এবং যুগ খলীফা সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে যাবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, সরকার পরিচালনার সাথে খলীফার কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআন বলে যে, যদি মুসলমানদের দুই দল বা দেশ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে অন্যদের উচিত তাদের মাঝে সমঝোতা রচনা করা এবং তারা যদি বিবাদ থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদেরকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করা। আর, যখন তারা সংঘাত থেকে বিরত হবে তাদের কারোর সাথেই অবিচার করবে না, ন্যায়বিচার করবে এবং তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় হতে দিবে। এটি মুসলমান দেশসমূহকে উদ্দেশ্য করে বলা, অর্থাৎ একের অধিক সংখ্যক মুসলমান দেশ বিদ্যমান থাকবে। যখন কুরআন নাযেল হয় তখন কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি মুসলিম দেশ বিদ্যমান ছিল। এরপর ঐশী খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ সরকার ব্যবস্থা ছিল। এরপর রাজতন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থা চলাকালে দীর্ঘসময় ব্যাপী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সরকার ছিল। এরপর ছোট ছোট সরকারের উদ্ভব হয়। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এইভাবে সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খাতামুল খুলাফা (খলীফাদের মোহর বা শ্রেষ্ট খলীফা) মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পর, যুগ খলীফার দায়িত্ব হবে আধ্যাত্মিকভাবে মানুষকে পথপ্রদর্শন করা । যদি তাদের মধ্যে কেউ সংঘাতে লিপ্ত হয়– যেমনটি প্রতিবেশী ও ভাইয়ের মধ্যেও হয়ে থাকে– তখন যুগ খলীফা তাদের মাঝে সমঝোতা করে দিবেন। সুতরাং, যুগ খলীফা কোনো দেশের সরকার পরিচালনা করবেন না।"

অপর এক অংশগ্রহণকারী যিনি বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তিনি উল্লেখ করেন যে, তার পিতা-মাতা বয়আত গ্রহণ করেননি এবং জিজ্ঞেস করেন কীভাবে তিনি তার পিতামাতাকে বুঝাবেন, যেন একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে তার নিজ পরিবারকে লালন-পালনের সময় তাদের সাথে কোন দ্বন্দ্ব তৈরি না হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি যখন একজন আহমদী মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করবে ও তোমাদের সন্তান হবে যার মাতা একজন আহমদী মেয়ে এবং তুমি এমন পরিবেশে বসবাস করবে যেখানে অথবা যার কাছাকাছি তোমার পিতামাতাও বসবাস করছেন, তখন ছোট ছোট বিষয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, তাদের কেবল বলো যে, আমাদের মৌলিক বিষয়সমূহ একই। [তাদের বলো] মৌলিক শিক্ষা এই যে, আমরা বলি আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা,

অপরের প্রতি উত্তম নৈতিক গুণাবলি প্রদর্শন করা, সকল প্রকার খারাপ কাজ হতে দূরে থাকা। সুতরাং, এগুলো হলো মৌলিক বিষয় এবং তারা এগুলোতে সহমত পোষণ করবেন।"

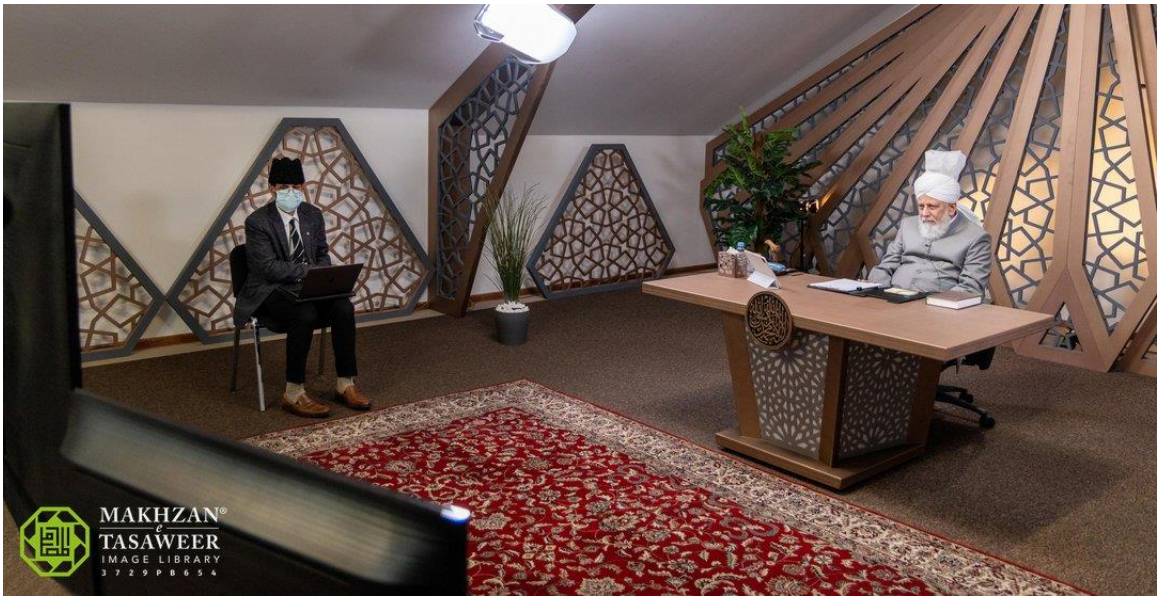

বিয়ের পর সন্তান ধারণ এবং তাদের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমাকে প্রথমত আমলকারী মুসলমান হতে হবে এবং তোমার স্ত্রীকেও আমলকারী হতে হবে। এটি হল প্রাথমিক শর্ত। এভাবে তোমরা সন্তানের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে। তাদের শিক্ষা প্রদান করো ইসলাম কী এবং কেন আমরা মুসলমান। যদি তারা জিজ্ঞেস করে 'আমাদের দাদা-দাদী কেন মুসলমান নয়?' তাদেরকে বলবে যে, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, 'ধর্মের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।' সুতরাং যে ধর্ম তাদের পছন্দ, তারা তা গ্রহণ করেছে। আর আমাদের যেটা পছন্দ, আমরা সেই ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং [এরপর তাদেরকে বলো] কেন আমরা এই ধর্ম বেছে নিয়েছি, কেন আমরা ইসলামকে পছন্দ করি।' সুতরাং এইভাবে তুমি তোমার সন্তানকে গড়ে তুলতে পারো এবং একই সাথে তোমার পিতামাতাকে ইসলামে অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে বলো। যখন তারা ইসলামে সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে জানবেন, তখন তারা সর্বদা তুমি কিছু বললে তা শোনার চেষ্টা করবেন। যখন তারা দেখবেন যে, তোমার মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এবং তোমার পূর্ববর্তী জীবন থেকে তুমি কোনোভাবে ভিন্ন তখন তারা জানবে যে, 'আমাদের সন্তান সঠিক পথে আছে।' তাদের জন্য দোয়াও করো। পিতামাতার দোয়া যেমন সন্তানের জন্য গৃহীত হয়, তেমনি পিতামাতার জন্য দোয়া করা হলে, তাদের জন্য সন্তানের দোয়াও গৃহীত হয়। সুতরাং, তাদের জন্য দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সর্বপ্রথম তোমার নিজের সংশোধন করতে হবে। তোমাকে একজন আমলকারী মুসলমান হতে হবে এবং তারপর তোমার সন্তানদের সামনে তোমার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। একই সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করবে এবং তোমাকে এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অন্যথায় কেবল তোমার পিতামাতা নয়, পরিবেশও তোমার সন্তানদের প্রভাবিত করবে। তারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবে।"

অপর এক খোদ্দাম জিজ্ঞেস করেন কীভাবে সন্তান ও পিতামাতার মাঝে প্রজন্মের ব্যবধান ঘুচিয়ে সেতু বন্ধন রচনা করা যায়।

তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একেবারে ছোটকাল থেকেই তোমাকে তোমার সন্তানের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। তাদেরকে বলো তুমি কেন আহমদী মুসলমান, আর ধর্ম কী। সুতরাং, তারা যদি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তুমি তাদের মাঝে ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি জাগ্রত করতে পারো, তখন তারা ধর্ম সম্পর্কে আরও জানতে চাইবে। আর যখন তারা ধর্ম সম্পর্কে শিখতে থাকবে,

তখন প্রজন্মের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আমল করতে চাইবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আরও জানতে চাইবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দেখো, তারা (সন্তানরা) শিক্ষিত। যখন তারা তোমাকে কোন প্রশ্ন করে, [এটি বলবে না যে,] 'না, প্রশ্ন করো না, এটি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।" না, ইসলাম তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় এবং তোমাকে তাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতে হবে। ধর্মীয় বিষয়ে যদি তোমার জ্ঞান না থাকে তাহলে তোমাদের মিশনারীকে বলো যে, 'অনুগ্রহ করে আমার ছেলে বা মেয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।' প্রশ্নটি যদি কোনো জাগতিক বিষয় সম্পর্কিত হয়, [উদাহরণস্বরূপ] 'আমরা কীভাবে ধর্মের মাধ্যমে পার্থিবতার সমন্বয় করতে পারবো', তখন তোমার কিছু জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হবে, কিছু বই পড়তে হবে এবং তাদেরকেও পড়তে বলতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাহিত্যে বেশ কিছু বই রয়েছে যা তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে। সুতরাং, এভাবে তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের মাঝে প্রজন্মের ব্যবধান দূর করতে পারবে। কিন্তু তোমাকে তোমার সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুসুলভভাবে মিশতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"বর্তমানে এটি শিশুদের এটি একটি ভালো অভ্যাস যে, তারা জিজ্ঞেস করে 'কেন?', এবং আপনাকে এই 'কেন'-র উত্তর প্রদান করতে হবে, তা ধর্মীয় বিষয়েই হোক, কিংবা জাগতিক বিষয়ে। তা করতে আপনাকে আপনার জ্ঞানও সমৃদ্ধ করতে হবে। আপনার পুরো বোঝা কেবল জামা'তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবেন না। আপনাকে তা নিজের ঘাড়ে বহন করতে হবে।"

অপর এক খোদ্দাম হুযূর আকদাসকে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ওপর অবতীর্ণ ইলহাম, **'আমি তোমাকে এই নিদর্শনের দৃশ্য পাঁচবার দেখাবো'** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। প্রশ্নকারী বলেন যে, কেউ কেউ দুইটি বিশ্বযুদ্ধকে প্রথম দুইটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। তিনি প্রশ্ন করেন, অন্যান্য নির্দশসমূহও বিশ্বযুদ্ধের রূপে প্রকাশিত হবে কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) ভূমিকম্পকে এক মহান নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরপর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং প্লেগও হয়েছে যা একটি নির্দশন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পঞ্চম নিদর্শন হতে পারে। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, নিদর্শনটি ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে। এটি এমনকি যুদ্ধের আকারেও হতে পারে এবং বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ধারণা করতে পারি যে, তা যুদ্ধের আকারে হবে। যাহোক, এটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দশন হওয়া উচিত যার মধ্যে প্রতাপ প্রকাশিত হবে যেমনটি হয়েছিল প্লেগ, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ও ভূমিকম্পের সময়। তবে ভূমিকম্প সীমিত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকার কারণে তুমি এটিকে গণনা নাও করতে পারো। কোভিড-১৯ এর বিশ্বজনীন মহামারীও নির্দশনগুলোর একটি হয়ে থাকতে পারে। অথবা এটি হতে পারে যে, যে বিশ্বযুদ্ধ এখনো আসেনি তা নির্দশনগুলোর মাঝে একটি। সুতরাং, আল্লাহ্ ভালো জানেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে যে, বিশ্ব যুদ্ধও নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি সাব্যস্ত হবে।"